রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৩০, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩০ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.২৪৮—বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক গত ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

২। জনাব আব্দুর রাজ্জাক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ ভাদ্র ১৪২৪/২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১৩ ভাদ্র ১৪২৪ / ২৮ আগস্ট ২০১৭

বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক গত ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ, 'নায়করাজ রাজ্জাক' অভিধায় অভিহিত আব্দুর রাজ্জাক ১৯৪২ সালে কলকাতার টালিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে জনাব রাজ্জাক স্ত্রী-পুত্রসহ ঢাকায় চলে আসেন।

ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি রাজ্জাকের ছিল গভীর অনুরাগ। স্কুলে পড়ার সময় 'বিদ্রোহ' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর অভিনয়-জীবনের সূচনা ঘটে। কলেজ-জীবনে 'রতন লাল বাঙ্গালি' ছায়াছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রজগতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ঢাকায় আসার পর বাংলাদেশ চলচ্চিত্রশিল্পের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব আবদুল জব্বার খানের সহায়তায় তৎকালীন বিখ্যাত প্রযোজনা সংস্থা ইকবাল ফিল্মসে তিনি যোগদান করেন। এ সময় জনাব রাজ্জাক 'উজালা'-সহ কিছুসংখ্যক ছায়াছবির সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি ছবিতে পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করেন। নায়ক হিসাবে রাজ্জাকের আবির্ভাব ঘটে জহির রায়হানের 'বেহুলা' ছায়াছবিতে, ১৯৬৬ সালে। অচিরেই যশস্বী এই অভিনেতা জনপ্রিয়তার শীর্ষে সুদৃঢ় করেন তাঁর অবস্থান।

নায়করাজ রাজ্জাক এযাবৎ প্রায় তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে – 'জীবন থেকে নেয়া', 'ওরা ১১ জন', 'আলোর মিছিল', '১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন', 'অশিক্ষিত', 'অবুঝ মন', 'ময়নামতি', 'বেঈমান', 'কি যে করি', 'বড় ভাল লোক ছিল', 'চন্দ্রনাথ', 'যোগাযোগ', 'অনন্ত প্রেম', 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত', 'স্বরলিপি', 'এতুটুকু আশা', 'দীপ নেভে নাই', 'পীচ ঢালা পথ' ও 'নীল আকাশের নীচে'। ১৯৭৬ সালে জনাব রাজ্জাক প্রযোজক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ২০টি ছবি প্রযোজনা করেছেন। অভিনয়জীবনের এক পর্যায়ে ছবি পরিচালনার কাজও শুরু করেন নায়করাজ রাজ্জাক। তাঁর পরিচালিত ১৬টি ছবি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। সর্বশেষ পরিচালিত ছবি 'আয়না কাহিনী' গত বছর মুক্তি পায়। এ ছাড়া তিনি টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করেছেন।

চলমান

জনাব আব্দুর রাজ্জাক চলচ্চিত্রের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি নারীনির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতিসংঘ তথা ইউএনএফপিএ'র শুভেচ্ছা দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতিও ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসাবে পাঁচ বছর তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার – 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৫'-তে ভূষিত হন জনাব আব্দুর রাজ্জাক। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে নায়করাজ রাজ্জাক পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে জীবনব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১১'-এর আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কারসহ বহু পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জনাব আব্দুর রাজ্জাকের ছিল গভীর শ্রদ্ধা এবং বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'জীবন থেকে নেয়া' ছায়াছবিতে অভিনয়ের কারণে পাকবাহিনী কর্তৃক তিনি নিগৃহীত হন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনে দীর্ঘ ৫০ বছর নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন প্রথিতযশা এই শিল্পী। তাঁর মেধা, মননশীলতা, অভিনয়প্রতিভা, পরিচালনা-কৌশল ও সৌকর্য দিয়ে তিনি দেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে করে গেছেন সমুন্নত ও সমৃদ্ধ। সূচনালগ্ন থেকে চলচ্চিত্রশিল্পের বিকাশ, মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধনে মহান এই শিল্পীর নিরন্তর প্রয়াস ও অসামান্য অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। জনাব আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যুতে দেশের অভিনয়জগতে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। জাতি এক নিবেদিতপ্রাণ মহান শিল্পীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব আব্দুর রাজ্জাক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd